চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে মেয়র
এ প্রজন্মের সন্তানেরাই মুক্তিযুদ্ধের
স্বপক্ষের শক্তিকে ক্ষমতায় আনবে

চট্টগ্রাম- ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ইং

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি আজ শুক্রবার সকালে ফয়'স লেকের পার্শ্বস্থ বধ্যভূমিতে শহীদ স্মৃতি মিনারে ফুল দিয়ে এবং এক মিনিট নিরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় সিটি মেয়রের সাথে চসিক প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবিদা আজাদ ও চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা,প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া, সিটি মেয়রের একান্ত সচিব মুফিদুল আলম সহ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সিটি মেয়র তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন ১৪ ডিসেম্বর যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই দেশের সূর্য সন্তান। মেধাবী সন্তানদের হত্যা করাই বর্বর পাকিস্তানী এবং তাদের দোসরদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তারা জানত যে একটি দেশের সামগ্রিক মেধা ধ্বংস হয়ে গেলে সেই দেশের সকল উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। ৭১ সালে মার্চ মাস থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার,আল-বদর ও আল-সামস্‌দের নিয়ে বেছে বেছে এদেশের নেতৃত্বদানকারী ডাক্তার,শিক্ষক,সাংবাদিক,লেখক,মুক্তিযোদ্ধা ও প্রকৌশলী সহ হাজার হাজার মেধাবী সূর্য সন্তানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ৩ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। দেশ পরিচালিত হয় পাকিস্তানি ভাবধারায়। এ সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সকল চিন্তা চেতনাকে ধুলিস্যাত করে দেয়। এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন ২১ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালনা করতে থাকে। ফলে এ প্রজন্মের সন্তানেরা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে ও শিখতে শুরু করে। ফলে সর্বক্ষেত্রেই এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। বাংলাদেশ এখন স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের বছর। বাংলাদেশকে ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত করার দায়িত্ব হচ্ছে এ প্রসন্মের সন্তানদের। আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাংলাদেশ আওয়ামীলীগকে ভোট দিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন করবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন।
এর পূর্বে সিটি মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন শহীদ মিনারে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

চট্টগ্রাম- ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ ইং

মহান বিজয় দিবসে চসিক'র ব্যাপক কর্মসূচী

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে আগামীকাল ১৫ ডিসেম্বর লালদিঘী পার্কে সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, ১০ টায় উপস্থিত বক্তৃতা ও দেশের গান প্রতিযোগিতা, ১৬ ডিসেম্বর রবিবার মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সূর্য উদয়ের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন, সকাল ৬.৪৫ টায় নগরভবন বঙ্গবন্ধু চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, সকাল ৮ টায় কর্পোরেশনভূক্ত বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের স্কাউট, গার্লস গাইড, রোভার-রেঞ্জার, কাব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে কর্ণফুলী সেতু সংলগ্ন বাকলিয়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে সমাবেশ, ৮.৩৫ টায় জাতীয় ও কর্পোরেশন পতাকা উত্তোলন, ৮.৫৫ টায় প্যারেড পরিদর্শন, কুচকাওয়াজ ও সালাম গ্রহণ এবং সকাল ৯ টা ৫০ মিনিটে ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হবে। এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সালাম গ্রহণ করবেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন। পরে সিটি মেয়র কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করবেন।

এদিকে ঐদিন বিকেল ৩ টায় কর্পোরেশনের পার্কিং লটে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিটি মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন। এছাড়া ১৭ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় নগরীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

সংবাদদাতা
রফিকুল ইসলাম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন